কারক ও অ-কারক সম্পর্ক

SUCCESS... a pathfinders

Milan Kayal কারক ও অ-কারক সম্পর্ক

☞ **কারক** : বাক্যে নামপদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে।

ক্রিয়াকে কে / কারা দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তা কর্তৃকারক।

ক্রিয়াকে কী / কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া তা কর্মকারক।

ক্রিয়াকে কী দ্বারা / কীসের দ্বারা দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তা কারণ কারক।

ক্রিয়াকে কোথা থেকে / কখন থেকে / কীসের থেকে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তা অপাদান কারক।

ক্রিয়াকে কবে / কখন / কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা অধিকরণ কারক।

ক্রিয়াকে কার জন্য দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা নিমিত্ত কারক।

কমল তার প্রথম মাইনের টাকা দিয়ে হাতিবাগান থেকে তার মায়ের জন্য কাল একটি শাড়ি কিনেছে।

কাব্যে ক্রিয়াপদ ও নামপদকে পর পর বসালেই বাক্য গঠন সম্পূর্ণ হয় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় বিভক্তি, নির্দেশক, অনুসর্গ ইত্যাদি।

☞ **বিভক্তি** : সাধারণভাবে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নামপদ ও ক্রিয়াপদ গঠন করে তাকে বিভক্তি বলা হয়।

বাক্যের কারক-বিভক্তির সংখ্যা প্রধানত পাঁচটি—শূন্য, এ, কে, রে এবং তে। এ, রে, তে– এই তিনটি কারক বিভক্তির প্রয়োগ বিশেষে রূপান্তর ঘটে।

বিভক্তি	রূপান্তর	উদাহরণ
এ	য়ে	মাত্র > মায়ে
	য়	ক্ষমতাত্র > ক্ষমতায়
তে	এতে	মনতে > মনেতে
রে	তরে	পণ্ডিতরে > পণ্ডিতেরে

বাংলায় কোনো কারকের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো বিভক্তি নেই। 'শূন্য' ও 'এ' বিভক্তি সকল কারকেই ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া বাক্যের প্রয়োজনে আরও কিছু বিভক্তির প্রয়োগ বাংলায় লক্ষ করা যায়।

☞ **নির্দেশক** : বাংলা ভাষায় এমনকিছু শব্দ বা বাক্যাংশ আছে যা বিশেষ্য, বিশেষণ বা সংখ্যাবাচক বিশেষণের পরে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণকে বিশেষভাবে নির্দেশ করে তাদেরই নির্দেশক বলে।

যেমন– টি, টা, টু, টুকু, টুকুন, খানা, খান, খানি, গাছ, গাছা, গাছি।

☞ **অনুসর্গ : যেসব অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে ভিন্নভাবে বসে শব্দবিভক্তির কাজ করে তাদের অনুসর্গ বলে।**

যেমন– ছাদ থেকে নেমে এসো।

বিপদে বন্ধু পাশে থেকো।

➲ **অনুসর্গের বৈশিষ্ট্য** :

১। 'অনু' অর্থ পশ্চাৎ, যে শব্দের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক, সাধারণভাবে অনুসর্গ তার পরে বসে।

যেমন– তোমাকে ছাড়া আমি যাব না।

২। অনুসর্গ কখনোই বিভক্তির মতো শব্দের সঙ্গে মিশে যায় না।

৩। অনুসর্গগুলি যে বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে বসে তার সঙ্গেই ক্রিয়ার কারক সম্পর্ক প্রকাশ করে।

বিভক্তি ঃ নিজের হাতে খাও ('এ' বিভক্তি)

অনুসর্গ ঃ হাত দিয়ে খাও ('দিয়ে' অনুসর্গ)

➲ **অনুসর্গের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ** :

গঠনগত দিক দিয়ে অনুসর্গ দু-প্রকার–

(১) শব্দজাত অনুসর্গ (২) ক্রিয়াজাত অনুসর্গ

(১) শব্দজাত অনুসর্গ ঃ যে অব্যয়গুলি অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে শব্দজাত অনুসর্গ বলে।

যেমন– দ্বারা, জন্য, সঙ্গে, সাথে, সহকারে, কর্তৃক, ছাড়া ইত্যাদি।

SUCCESS... a pathfinders

(২) **ক্রিয়াজাত অনুসর্গ ঃ** যেসব অনুসর্গ ধাতু বা ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত তাদের ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে।

যেমন– করে/করিয়া, থেকে/থাকিয়া, দিয়ে/দিয়া, হতে /হইতে ইত্যাদি।

➲ **অনুসর্গের উৎস শ্রেণিবিভাগ :**

উৎসের দিক থেকে অনুসর্গ তিনপ্রকার—

☞ **কর্তৃকারক :** বাক্যে যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বলা হয় কর্তা আর বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্তার যে সম্পর্ক তাই কর্তৃকারক।

যেমন–আমি ছবি আঁকছি। 'আমি' কর্তা। ক্রিয়া 'আঁকা'র সঙ্গে 'আমি'র কর্তৃসম্বন্ধ।

➲ **কর্তৃকারকের শ্রেণিবিভাগ :**

- **উহ্য কর্তা** : যখন কোনো বাক্যে কর্তা উহ্য থাকে, ক্রিয়াপদের রূপানুসরণে কর্তাকে অনুমান করা যায়, তাকে উহ্য কর্তা বলে।

  যেমন– (তুমি) কাল আমার বাড়িতে এসো। 'তুমি' উহ্য।

- **বহুক্রিয়ার একটি কর্তা:** বাক্যে যখন একটি কর্তা অনেকগুলি কর্ম সম্পাদন করে অর্থাৎ বহুক্রিয়ার একটি কর্তা থাকে সেক্ষেত্রে এরূপ কর্তৃকারক হয়।

  যেমন– মহিম কাল বাজার সেরে রান্না করবে, তার পর অতিথি আপ্যায়ন করবে।

- **বহু কর্তা**র একটি ক্রিয়া : কোনো কোনো বাক্যে একাধিক কর্তাকে একটি ক্রিয়া সম্পাদন করতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে ওই ক্রিয়াটির সঙ্গে একাধিক কর্তার কর্তৃসম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

  যেমন–অমল, বিমল ও কমল এক সঙ্গে হেসে উঠল।

- **সমাধাতুজ কর্তা:** বাক্যের কর্তা ও ক্রিয়াপদ একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হলে তাকে সমধাতুজ কর্তা বলে।

  যেমন– পুজোর বাজনা বেজে উঠল। 'বাজনা' কর্তা, 'বেজে ওঠা' ক্রিয়া একই ধাতু থেকে উৎপন্ন।

- **প্রযোজক কর্তা :** যে কর্তা নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ করায়, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

  যেমন–মা শিশুকে চাঁদ দেখান। 'মা' এখানে কর্তা কিন্তু, তিনি নিজে না দেখে শিশুকে দেখান। অর্থাৎ 'মা' প্রযোজক কর্তা।

- **নিরপেক্ষ কর্তা :** একই বাক্যে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার আলাদা আলাদা কর্তা হলে অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাকে নিরপেক্ষ কর্তা বলে।

  যেমন–মহিম গেলে আমি পড়তে বসবো। এখানে 'গেলে' অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা মহিম নিরপেক্ষ কর্তা।

- **কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা :** যে বাক্যে কর্তার উল্লেখ না থাকায় কর্ম কর্তার মতো, ক্রিয়া সম্পাদন করে সেক্ষেত্রে সেই কর্মকে কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা বলে।

  যেমন– দরজা খুলল। এখানে 'দরজা' কর্ম। যে দরজা খুলল সে অনুক্ত কর্তা। কর্তা অনুক্ত থাকার ফলে মনে হচ্ছে যেন 'দরজা' কর্তা। এক্ষেত্রে এটি কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তার উদাহরণ।

- **অনুক্ত কর্তা :** কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে বিভক্তি বা অনুসর্গযুক্ত কর্তাকে বলা হয় অনুক্ত কর্তা।

  যেমন– মহাশয়ের কী করা হয়? **(ভাববাচ্যে)**

  আমার দ্বারা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। **(কর্মবাচ্যে)**

- **ব্যতিহার কর্তা:** একই বাক্যে দুই বা ততোধিক কর্তা পরস্পর কাজের বিনিময় করলে, একে অন্যের বিরোধিতা করলে ব্যতিহার কর্তা হয়।

  যেমন–মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া।

  রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়।

- **সহযোগী কর্তা:** একই বাক্যে দুটি কর্তার মধ্যে সহযোগিতার ভাব ফুটে উঠলে কর্তা দুটিকে সহযোগী কর্তা বলে।

  যেমন–নারী-পুরুষ মিলে পুজোর কাজে হাত লাগিয়েছে।

  ভাই-বোনে একসঙ্গে বাজার করেছে।

- **আলংকারিক কর্তা:** কোনো অচেতন বস্তুকে চেতন সত্তা আরোপ করলে তা বাক্যের কর্তা হয়ে উঠলে তাকে আলংকারিক কর্তা বলে।

  যেমন– আকাশ আমায় শিক্ষা দিল।

➲ **কর্তৃকারক বিভক্তির ব্যবহার :**

শূন্য	জ্যোৎস্না গান গাইছে।
কে	রামকে বলো পড়তে বসতে।

success.pf2015@gmail.com

শূন্য	জ্যোৎস্না গান গাইছে।
র	রিয়ার খুব জ্বর।
এর	একাকী গায়কের নহে তো গান।
তে	বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।
এ	মায়ে-ঝিয়ে চললে কোথায়?
য়	তোমায় জামাটা ভালো লাগছে।

☞ **কর্মকারক : বাক্যের কর্তা যা করে বা যাকে আশ্রয় করে কর্তা কোনো কাজ বা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্মকারক বলে।**

যেমন– হরি ছবি আঁকে। এখানে 'হরি' কর্তা, 'আঁকা' ক্রিয়া। এই কাজটি সম্পাদিত হচ্ছে। 'ছবি'-কে কেন্দ্র করে, তাই ছবি কর্মকারক।

➲ **কর্মকারকের শ্রেণিবিভাগ**

- **মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম:** কোনো বাক্যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকলে অপ্রাণীবাচক কর্মটিকে মুখ্য কর্ম ও প্রাণীবাচক কর্মটিকে গৌণ কর্ম বলা হয়।

যেমন–

আমি তোমায় বই কিনতে একশো টাকা দিলাম
গৌণ কর্ম **মুখ্য কর্ম**

আমি তোমাদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছি।
গৌণ কর্ম **মুখ্য কর্ম**

- **উদ্দেশ্য কর্ম ও বিধেয় কর্ম:** কিছু ক্রিয়ার কর্মের পরিপূরক হিসেবে অন্য পদ ব্যবহার করতে হয়। এই পরিপূরক পদটিকে বিধেয় কর্ম আর প্রধান কর্মটিকে উদ্দেশ্য কর্ম বলে। যেখানে উদ্দেশ্য কর্মটির অবস্থান বাক্যের প্রথমে হয় আর তা বিভক্তিযুক্ত হয়, তার বিভক্তিহীন বিধেয় কর্মটি বাক্যে পরে বসে।

যেমন–

অন্ধকারে চারু দড়িকে সাপ ভেবে ভয় পেয়েছিল।
(উদ্দেশ্য কর্ম) **(বিধেয় কর্ম)**

- **সমধাতুজ কর্ম:** বাক্যে ক্রিয়া ও কর্মটি একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হলে তাকে সমধাতুজ কর্ম বলে।

যেমন– আরও জোরে বাজনা বাজাও।

সারা রাত ধরে গান গাওয়া হল।

- **উহ্য কর্ম :** বাক্যে সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম উহ্য থাকলে সেই কর্মকে উহ্য কর্ম বলে।

যেমন– শ্রীকান্ত গাইছেন। কী গাইছেন তা উহ্য।

আমি পড়ছি। কী পড়া হচ্ছে তা উহ্য।

- **উপবাক্যীয় কর্ম :** বাক্যের অকর্মক ক্রিয়ার কর্মরূপে যখন কোনো অপ্রধান উপবাক্য ব্যবহৃত হয় তখন সেই উপবাক্যটিকে উপবাক্যীয় কর্ম বলে।

যেমন– একথা ভুলো না সততাই মূলধন।

- **কর্মে বীপ্সা:** 'বীপ্সা' শব্দের অর্থ বারবার প্রয়োগ। অর্থাৎ বাক্যে কর্মপদটির একাধিকবার পুনরাবৃত্তি হলে তাকে আমরা বলব কর্মে বীপ্সা।

যেমন– বাড়ি বাড়ি যাও।

জনে জনে ডেকে বলা।

- **বাক্যাংশ কর্ম :** প্রধান ক্রিয়ার কর্ম হিসেবে ক্রিয়াবিহীন বাক্যাংশ ব্যবহৃত হলে তাকে বলে বাক্যাংশ কর্ম।

যেমন– এতো থেমে থেমে কাজ করতে আমার ভালো লাগে না।

SUCCESS... a pathfinders

➲ **কর্মকারকে বিভক্তির ব্যবহার :**

শূন্য	ছাগলটা ঘাস খাচ্ছে।
এ	মৃতজনে দেহ প্রাণ।
য়	আমায় একটা পেন দাও।
কে	পরকে আপন করতে শেখো।
রে	তোমারে করেছি দেবতা।
তে	তারা হাসতে লাগল।

☞ **করণকারক :বাক্যে কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে করণকারক বলে।**

যেমন– মায়া পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকছে। কী দিয়ে বা কীসের দ্বারা আঁকছে? এর উত্তরে আমরা পাচ্ছি পেনসিল। তাই এই পদটি করণ কারক।

➲ **করণকারকের শ্রেণীবিভাগ :**

- **যন্ত্রাত্মক করণ:** যখন কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণের সাহায্যে ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়, তখন তাকে বলে যন্ত্রাত্মক করণ।

যেমন– অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করো।

টাকায় সব মেলে না।

- **উপায়াত্মক করণ:** যে উপায় দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় এবং ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে উপকরণটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলে তাকে উপায়াত্মক করণ বলে।

যেমন– ছলনায় ভুলিয়েছ নারী।
ঘৃণায় মানুষকে কাছে টানা যায় না।

- **সমধাতুজ করণ**: বাক্যের ক্রিয়া ও করণ একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হলে তাকে সমধাতুজ করণ বলে।

যেমন– মায়ার বাঁধনে বেধেঁছো তাকে।
একি দহনে দগ্ধে যাচ্ছ আমায়।

- **হেতুময় করণ** : কারণকে নির্দিষ্ট করে যে করণ তাকে হেতুময় করণ বলে।

যেমন– যন্ত্রনায় শরীর অবশ হয়ে গেল।
ফুলের গন্ধে ঘর ভরে উঠেছে।

- **কালজ্ঞাপক করণ**: সময় বা কালবাচক করণকে বলে কালজ্ঞাপক করণ।

যেমন– একদিনেই কাজ অনেকটা এগিয়েছে।
মূহূর্তে ফিরে এল সে ভয়াবহ স্মৃতি।

- **লক্ষণসূচক করণ**: যে করণ লক্ষণের ভাব প্রকাশ করে এবং সেই ভাবের সাহায্য কর্তাকে ক্রিয়া সম্পাদনে সাহায্য করে তাকে লক্ষণসূচক করণ বলে।

যেমন– পৈতায় বামুন চেনা যায়।

- **করণে বীপ্সা**: 'বীপ্সা' কথার অর্থ বার বার ব্যবহার, অর্থাৎ বাক্যে কারকটি বার বার ব্যবহৃত হলে তাকে বলা হয় করণে বীপ্সা।

যেমন– গন্ধে গন্ধে মন মেতে উঠল।
মেঘে মেঘে আকাশ ঢেকে গেল।

➲ **করণকারকে বিভক্তি, অনুসর্গের ব্যবহার** :

বিভক্তি	অনুসর্গ	
এর	-	হাতের তৈরি বাসনপত্র
র	-	খাঁড়ার ঘায়ে প্রাণটা গেল।
য়	-	মায়ায় আচ্ছন্ন সে এখন।
এ	-	ফুলে ঢাকা গাছখানা।
-	দ্বারা	আমার দ্বারা একাজ হবে না।
-	দিয়ে	হাত দিয়ে ধরো ভালো করে।
-	করে	সাইকেলে করে মন্টু বাড়ি ফিরল।
-	হতে	তোমা হতে একাজ সম্ভব।
-	কর্তৃক	রাম কর্তৃক রাবণ বধ ঘটেছিল।

☞ **নিমিত্ত কারক**: বাক্যে যার কারণে, প্রয়োজনে বা উদ্ধে দ্যশে ক্রিয়ার কাজ নিষ্পন্ন হয়, তাকে বলা হয় নিমিত্ত কারক, আগে একে 'সম্প্রদান কারক' বলা হত।

যেমন– দরিদ্রকে অর্থ সাহায্য কোরো। এখানে দরিদ্রের জন্য অর্থ সাহায্য করার কথা বলা হচ্ছে। তাই 'দরিদ্র' নিমিত্ত কারক।

➲ **নিমিত্ত কারকে বিভক্তি ও অনুসর্গের ব্যবহার** :

বিভক্তি	অনুসর্গ	
এ	-	মৃতজনে দেহ প্রাণ।
তে	-	তোমাতে আমার সর্বস্ব সমর্পিত।
কে	-	ভিখারিকে ভিক্ষা দাও।
রে	-	ভক্তেরে সব দিলেন ভগবান।
-	জন্য	তোমার জন্য সে অপেক্ষা করছিল।
-	তরে	সকলের তরে সকলে আমরা।
-	নিমিত্ত	পরের নিমিত্ত স্বার্থত্যাগ মহৎ কাজ।

☞ **অপাদান কারক** : যা থেকে কোনো কিছু 'অপায় বা বিচ্ছেদ' ঘটে অর্থাৎ ভীত, পতিত, চলিত, বিচ্যুত, অপসৃত, স্খলিত, রক্ষিত, বিরত, গৃহীত ইত্যাদি হয়, তাকে বলা হয় অপাদান কারক। ক্রিয়াকে কোথা থেকে /কখন থেকে/কীসের থেকে ইত্যাদি দিয়ে প্রশ্ন করলে অপাদান কারক পাওয়া যায়।

যেমন– পরমা নৌকা থেকে ঝাঁপ দিল।

➲ **অপাদান কারকের শ্রেণিবিভাগ** :

- **স্থানবাচক বা আধারবাচক অপাদান** ঃ যে অপাদান কারক স্থান বা আধার নির্দেশ করে, তাকে স্থানবাচক বা আধারবাচক অপাদান বলে।

যেমন– সুনীল ঢাকা থেকে এসেছে।

- **কালবাচক অপাদান** : যে অপাদান কাল বা সময় নির্দেশ করে তাকে কালবাচক অপাদান বলে।

যেমন– সকাল থেকে বসে আছি।

- **অবস্থানবাচক অপাদান**: যে অপাদান কারকের মাধ্যমে ক্রিয়া সম্পাদনের অবস্থান বোঝানো হয়, তাকে অবস্থানবাচক অপাদান বলে।

যেমন– তীর থেকে সবাই সাঁতার কাটা দেখছে।

- **বিকৃতিবাচক অপাদান**: এই অপাদানের ক্ষেত্রে মূল আকার পরিবর্তিত হয়ে অন্য জিনিসে রূপান্তরিত হয়।

যেমন– দুধ থেকে ছানা হলো।

- **তারতম্যবাচক অপাদান**: একাধিক বস্তু, ব্যক্তি বা ভাবের মধ্যে 'চেয়ে', 'অপেক্ষা', 'থেকে' ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহারে তুলনা করা বোঝালে তারতম্যবাচক অপাদান হয়।

SUCCESS... a pathfinders

যেমন– সীমার থেকে নীতু ভালো নাচে।

উচ্ছের চেয়ে নিমপাতা তেঁতো।

- **অসমাপিকা ক্রিয়াবাচক অপাদান**: অসমাপিকা ক্রিয়া অপাদান কারকের কাজ করলে তাকে অসমাপিকা ক্রিয়াবাচক অপাদান বলা হয়।

যেমন– ভাবতে ভয় হয়।

➲ **অপাদান কারকে বিভক্তি ও অনুসর্গের প্রয়োগ** :

বিভক্তি	অনুসর্গ	
এ	-	মায়ের মুখে একথা শুনেছি।
তে	-	নৌকাতে নীপা ভয় পায়।
এর	-	ভূতের ভয়ে ঘুম আসে না।
-	চেয়ে	তোমার চেয়ে রামু অনেক ভীতু।
-	দিয়ে	পাহাড়ের গা দিয়ে মরুপথ।
-	হতে	দালান হতে সব স্পষ্ট দেখা যায়।
-	থেকে	বাদাম থেকে তেল হয়।

☞ **অধিকরণ কারক** : বাক্যে ক্রিয়ার আধার রূপের যে স্থান, সময়, বিষয় বা ভাব থাকে তাকে অধিকরণ কারক বলে।

যেমন– শরতের আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায়?

'শরতের আকাশে'। তাই এই ক্রিয়ার আধার, অর্থাৎ অধিকরণ কারক।

➲ **অধিকরণ কারকের শ্রেণিবিভাগ** :

- **স্থানাধিকরণ**: যে স্থানে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে স্থানাধিকরণ বলে।

যেমন– রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনে থাকে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে।

- **কালাধিকরণ** : যে কালে বা সময়ে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাকে কালাধিকরণ বলে।

যেমন– পুজো সন্ধ্যায় হবে।

সকাল সাতটায় ডাক্তারবাবু বসেন।

- **বিষয়াধিকরণ** : যখন কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাকে বিষয়াধিকরণ বলে।

যেমন– মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

সুমন অঙ্কে খুব ভালো।

- **ভাবাধিকরণ** : বাক্যের ক্রিয়া যে ভাবকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয় তাকে ভাবাধিকরণ বলে।

যেমন– প্রসন্নচিত্তে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন।

তুমি আমায় গভীর চিন্তায় ফেলে দিলে।

- **অধিকরণে বীপ্সা**: বাক্যে অধিকরণ কারকটি একাধিকবার ব্যবহৃত হলে তাকে বলা হয় অধিকরণে বীপ্সা।

যেমন– গগনে গগনে ভ্রাম্যমান মেঘের দল।

শহরে শহরে ছড়িয়ে পড়ল মহামারী।

➲ **অধিকরণ কারকে বিভক্তি ও অনুসর্গ প্রয়োগ** :

বিভক্তি	অনুসর্গ	
শূন্য	-	শনিবার ফুটবল ম্যাচ আছে।
এ	-	সব ফুলে সুগন্ধ থাকে না।
তে	-	ঘরেতে ভ্রমর এল।
য়	-	গঙ্গায় নৌকাডুবি হয়েছে।
কে	-	কালকে বলো।
-	মধ্যে	ঘরের মধ্যে বসে থাকো।
-	মাঝে	মেলার মাঝে খেলা দেখাচ্ছে।
-	ভিতরে	বীজের ভিতরে সুপ্ত থাকে।
-	উপরে	তোমাদের উপরে আমাদের অনেক আশা।

☞ **অকারক সম্পর্ক** : বাক্যে নামপদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। কিন্তু বাক্যে এমন অনেক নামপদ ব্যবহৃত হয়, যার সঙ্গে ক্রিয়াপদের সরাসরি সম্বন্ধ থাকে না। সেই সম্পর্ক থাকে অন্য কোনো নামপদের সঙ্গে। দুটি নামপদের এই সম্পর্ক হলো অকারক সম্পর্ক।

SUCCESS ... a pathfinder

যেমন – আমি পাখির বাসা দেখেছি।

কর্তা কর্ম ক্রিয়া

এখানে 'বাসা'র সঙ্গে ক্রিয়ার সরাসরি সম্বন্ধ থাকলেও 'পাখির' সঙ্গে নেই। বরং 'পাখির' সঙ্গে 'বাসা'র সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কই অকারক সম্পর্ক।

অকারক সম্পর্ক দুই প্রকার হতে পারে— (১) সম্বন্ধ পদ (২) সম্বোধন পদ।

➲ **সম্বন্ধ পদ** : বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে যে নামপদের সম্পর্ক থাকে না, অন্য কোনো নামপদের সঙ্গে

সরাসরি তা সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। ক্রিয়ার সঙ্গে 'সম্বন্ধ' পদের কোনো যোগ থাকে না বলে তাকে কারক বলা হয় না।

যেমন– আমার পুজোর কেনাকাটা এখনও হয়নি।
সাধনের বাবা খুব ভালো গিটার বাজান।

➲ **সম্বন্ধ পদের শ্রেণিবিভাগ** :

যতগুলি কারক আছে প্রত্যেকটিতেই সম্বন্ধ পদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যেমন - কর্তৃকারকে যে সম্বন্ধ পদ ব্যবহৃত হয় তাকে কর্তৃসম্বন্ধ বলে, তেমনভাবেই যে যে কারকে যে যে সম্বন্ধ পদের ব্যবহার হয়, সেই সম্বন্ধ পদগুলি সেই কারকের নাম পরিচিত হয়। যথা-(১) কর্তৃসম্বন্ধ, (২) কর্মসম্বন্ধ (৩) করণসম্বন্ধ (৪) নিমিত্ত সম্বন্ধ (৫) অপাদান সম্বন্ধ (৬) অধিকরণ সম্বন্ধ।

- **সম্বোধন পদ** : আহ্বান বা ডাকা অর্থে সম্বোধন পদের ব্যবহার হয়। 'সম্বোধন' মানে ডাকা, যে নামপদের দ্বারা কাউকে ডাকা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে।

বাংলা বাক্যে সম্বোধন পদকে পরিস্ফুট করার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে অব্যয় পদের সাহায্য নেওয়া হয়।

যেমন– ওমা, ভাত দাও।
হে প্রভু, রক্ষা করো।
বাছা! উঠে দাঁড়াও।

☞ **অকারক বিভক্তির প্রয়োগ** :

➲ সম্বোধনের ক্ষেত্রে :

এর	রামের খাতাটা দেখো
র	সীমার বইটা হারিয়ে গেছে।
দের	অশোকদের বাগানে
এদের	রামেদের পাড়ায় এবার পুজো হবে না।

- **সম্বোধন পদের ক্ষেত্রে** : সম্বোধন পদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ 'শূন্য' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন- 'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?' তবে বহুবচনে কখনো 'বা' বিভক্তি 'গুলি', 'গুলো' বোঝায়।

SUCCESS... a pathfinders